সংবাদ

তারিখ 13 MAY 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বেসরকারি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম

# মালিকানা দ্বন্দ্বে অস্থির এক ডজন বিশ্ববিদ্যালয়

## ● চার বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮ ট্রাস্টি বোর্ড

রাকিব উদ্দিন

মালিকানা দ্বন্দ্বে নাকাল এক ডজন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু শিক্ষার্থীদের স্বার্থ দেখার কেউ নেই। তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিক বিভক্ত হয়ে খোদ রাজধানীতেই একই নামে ভিন্ন ভিন্ন ট্রাস্টি বোর্ড ও সিন্ডিকেট গঠন করে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। আরও তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যমান মালিকানা দ্বন্দ্ব নিরসনে সরকার তিন মাস সময় বেঁধে দিয়েছিল। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মালিকানা বিরোধ নিষ্পত্তি হয়নি। বিভিন্ন স্তরের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে দেশব্যাপী প্রায় দুই শতাধিক অবৈধ শাখা ক্যাম্পাসে অবাধে শিক্ষা বাণিজ্য করছে বলেও সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। এছাড়াও রাজধানীর আরও দুটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে অবৈধ আখ্যায়িত করে সেগুলোর উপাচার্য ও সংশ্লিষ্টদের পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছে ক্ষমতাধর শিক্ষা ব্যবসায়ীরা। উচ্চশিক্ষা প্রসারের নামে চলমান এসব অনিয়ম, দুর্নীতি, পেশিশক্তির দৌরাত্ম্য এবং ব্যবসায়িক বিরোধের বলি হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। তাদের পেছনে অঢেল অর্থ খরচ করে ভবিষ্যৎ নাগরিক গড়ার স্বপ্নের পাড়ি দিয়ে দিশেহারা অভিভাবকরা। কিন্তু শিক্ষা প্রশাসন গত তিন বছরে একটি

মালিকানা : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

## মালিকানা : দ্বন্দ্বে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ও সনদ বাণিজ্য নিষ্পত্তি ও বিরোধ মেটাতে সক্ষম হয়নি। এসব কর্মকাণ্ডে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) কেবল শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে তদন্ত প্রতিবেদন ও আইনি পরামর্শ দিয়েই দায়মুক্ত হয়েছে। ফলে সম্প্রতি কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মালিকা বিরোধ চরম রূপ নিয়েছে। জোর করে অপসারিত করা হয়েছে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে।

এ প্রসঙ্গে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির (এপিইউবি) চেয়ারম্যান ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা সিএম শফি সামী সংবাদ'কে বলেছেন, 'কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকানা দ্বন্দ্ব সমিতি নিরসন করতে পারে না। কোন প্রতিষ্ঠানে দ্বন্দ্ব থাকলে কিংবা আইনবহির্ভূত কর্মকাণ্ড চললে সেটা সরকারই নিরসন করতে পারে এবং এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া উচিত। কারণ মালিকানা দ্বন্দ্ব থাকলে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে এ ধরনের সমস্যা নিরসনে সরকারের আইনানুগ ব্যবস্থার প্রতি সমিতির পূর্ণ সমর্থন থাকবে'।

এ বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সংবাদ'কে বলেছেন, 'কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকানা দ্বন্দ্ব নিরসনে তিন মাস সময় বেঁধে দিয়েছি। এর মধ্যে কর্তৃপক্ষ সমস্যা নিরসনে ব্যর্থ হলে সরকার প্রচলিত আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে'।

চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আটটি ট্রাস্টি বোর্ড : শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক ট্রাস্টি বোর্ড এবং সিন্ডিকেট থাকার কোন বিধান নেই। কিন্তু দ্য পিপলস ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ, প্রাইম ইউনিভার্সিটি, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ এবং দ্য রয়েল ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশের দুটি করে ট্রাস্টি বোর্ড এবং সিন্ডিকেট আছে। স্বার্থের দ্বন্দ্বে মালিকরা বিভক্ত হয়ে আলাদা আলাদা ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রত্যেক গ্রুপের পরিচালকরাই নিজেদের প্রকৃত মালিক দাবি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে কাগজপত্র দাখিল এবং একে অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র জমা দিয়েছেন।

আইনে যা আছে : বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০-এর ১৫ ধারায় উল্লেখ আছে, 'প্রত্যেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনার জন্য একটি বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ (ট্রাস্টি বোর্ড) থাকবে এবং বোর্ডের সদস্যদের মধ্যে থেকে একজন বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের সভাপতি নির্বাচিত হবেন'।

আলটিমেটাম শেষ হলেও বিরোধ নিষ্পত্তি হয়নি : ইবাইস ইউনিভার্সিটি, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এবং অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে মালিকানা বিরোধ চলছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিরোধ নিষ্পত্তিপূর্বক ইউজিসি'কে অবহিত করতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে তিন মাসের সময় বেঁধে দেয়ার সিদ্ধান্ত হয় গত ১৬ ফেব্রুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক উচ্চপর্যায়ের সভায়। পরে ওই মাসেই শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ইউজিসি পৃথকভাবে চিঠি দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকদের সরকারের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়। গত ২১ মে সরকারের আলটিমেটাম শেষ হয়েছে।

এখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিষয়ে কী ব্যবস্থা নেয়া হবে সে বিষয়ে জানতে চাইলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়) সালাউদ্দিন আকবর সংবাদ'কে বলেছেন, 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০-এর ৩৫ (৭) ধারা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে'।

৩৫ (৭) ধারায় বলা আছে, 'কোন কারণে কোন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা দেখা দিলে কিংবা স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত ও শিক্ষার্থীদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে, ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার স্বার্থে, চ্যান্সেলর কমিশন ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সুপারিশক্রমে, প্রয়োজনীয় আদেশ ও নির্দেশ দিতে পারবে এবং এ বিষয়ে চ্যান্সেলরের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হিসেবে গণ্য হবে'।

যাদের মধ্যে বিরোধ : জানা যায়, ২০০০ সালে রাজধানীর বনানীতে ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা হয়। এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন আওয়ামী লীগের সাবেক এমপি মকবুল হোসেন। পরে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ক্ষমতায় আসলে তাকে বিশ্ববিদ্যালয় ট্রাস্টি থেকে জোরপূর্বক সরিয়ে দেয় বর্তমান কর্তৃপক্ষ এবং তৎকালীন এমপি নাছির উদ্দিন আহমেদ পিন্টু। পরে মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর মকবুল হোসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের দখলদারিত্ব পেতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ইউজিসি এবং প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন করেন।

নিয়মানুযায়ী আবার উপাচার্য হতে ব্যর্থ হয়ে অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ইয়াজ উদ্দিন আহমেদের স্ত্রী প্রফেসর আনোয়ারা বেগম কয়েকবার বিশ্ববিদ্যালয় দখলে নেয়ার চেষ্টা চালায়। একপর্যায়ে গত ৮ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় ধানমন্ডির ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে শিক্ষক লাঞ্ছিত করে এবং ক্যাম্পাস দখলের উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালায়। এরপরই বনানীর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে নামে। ইবাইস ইউনিভার্সিটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন জাকারিয়া। কিন্তু গত বছরের শেষের দিকে ট্রাস্টি চেয়ারম্যানকে জোরপূর্বক সরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টি দখলে নেয় জাকারিয়া লিংকনের ভাই কাওসার হোসেন এবং পার্টেক্স গ্রুপের চেয়ারম্যান এমএ হাসেমের ছেলে সাখাওয়াত আজিজ রাসেল। এ নিয়ে উভয়পক্ষ পরস্পরের